ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতায় ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত
সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনা				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার(%) সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার(%) সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	০২	-	০২	-	০২	০২	৬০ মাস (২৫০%) ৭০ মাস (১৪৫.৮৩ %)	০২	৫২৭৮.৩৭ (১৮.৪৯%) ১৩৮.৫২ (৯.১৪%)

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ**
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অধীনে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ০২টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

২। **সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ**
সমাপ্ত ২টি প্রকল্পের মধ্যে ২টি প্রকল্পেই মূল অনুমোদিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ**
কারিগরী বিভিন্ন বিষয়ে অনভিজ্ঞতা, ক্রয়প্রক্রিয়া চূড়ান্তকরণে দীর্ঘসূত্রিতা ইত্যাদি কারণে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া নতুন অঙ্গ অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে প্রকল্প সংশোধনও প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

৪। **সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ**

সমস্যা	সুপারিশ
১ ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচের আওতায় বাংলাদেশের সবগুলো তফশিলী ব্যাংক এখনো অর্ন্তভূক্ত হয়নি, ফলে আন্তব্যাংক লেনদেন ও পেমেন্টের ক্ষেত্রে জটিলতা ও ব্যয় হ্রাসের প্রক্রিয়াটি শেষ হয়নি।	১ বাংলাদেশের ব্যাংক সকল ব্যাংকের সাধারণ গ্রাহকদের আন্তঃব্যাংক লেনদেনে জটিলতা ও ব্যয় সাশ্রয়ের উদ্দেশ্যে ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচের আওতায় সকল ব্যাংককে নিয়ে আসার কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। এবিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় আইএমইডিকে অবহিত করবে;
২ ঢাকার মিরপুরস্থ বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীতে (বিবিটিএ) স্থাপিত প্রায় ৮-১০টি সার্ভার এর স্থলে এক বা দুইটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সার্ভার ব্যবহার করা যেত; যার মাধ্যমে বিদ্যুত, রক্ষণাবেক্ষণসহ অন্যান্য খরচ কমানো যায় এবং এতে সিস্টেমটিও আরো সুসমন্বিত হতো।	২ তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ পূর্বক বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীতে (বিবিটিএ) উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সার্ভার ব্যবহারের পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে;
৩ বাংলাদেশের পুঁজিবাজার তদারকীর জন্য স্থাপিত মার্কেট সার্ভেইল্যান্স সিস্টেমটির কোন ডাটা রিকভারী সেন্টার না থাকা একটি বড় ধরণের ঝুঁকি।	৩ মার্কেট সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম এর ডাটা রিকভারী সিস্টেম স্থাপনের জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং বিএসইসি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;
৪ সার্ভার কক্ষটির স্পেস অত্যন্ত কম। অন্যসব অফিস কক্ষের মতো একটি কক্ষে সার্ভার স্থাপন করা হয়েছে যাতে যথেষ্ট নিরাপত্তা ঝুঁকি রয়ে গেছে।	৪ সার্ভার রুম ও এতে স্থাপিত যন্ত্রপাতির জন্য বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিএসইসি'র নতুন ভবন হলে পৃথক একটি ফ্লোরে সার্ভার জেনারেটরসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে হবে যাতে সবধরণের নিরাপত্তাঝুঁকি থেকে মুক্ত থাকে।

"ইমপ্রুভমেন্ট অব ক্যাপিটাল মার্কেটস গভার্নেন্স প্রজেক্ট"

কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩)

১. প্রকল্পের নামঃ ইমপ্রুভমেন্ট অব ক্যাপিটাল মার্কেটস গভার্নেন্স প্রজেক্ট।

২. বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন।

৩. উদ্যোগী মন্ত্রণালয় /বিভাগঃ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় ।

৪. প্রকল্পের অবস্থানঃ ঢাকা।

৫. প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা প্রঃসাঃ	সংশোধিত মোট টাকা প্রঃসাঃ	মোট টাকা প্রঃসাঃ	মূল	সংশোধিত			
১৫১৪.৯৩ ৩৫১.৫৯ ১১৬৩.৩৪	১৭৩৪.১১ ৩৫১.৫৯ ১৩৮২.৫২	১৬৫৩.৪৫ ৩০০.৭০ ১৩৫২.৭৫	জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০০৮	জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৩	জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৩	১৩৮.৫২ (৯.১৪%)	৬০ মাস (২৫০%)

৬. সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৬.১ পটভূমিঃ

দেশের দারিদ্র বিমোচন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং সামাজিক উন্নয়ন তরান্বিত করার লক্ষ্যে বেসরকারী বিনিয়োগ, সঞ্চয় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ক্রমান্বয়ে বাড়ানো অত্যন্ত জরুরী। এজন্য পুঁজিবাজার উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ একান্ত অপরিহার্য। বর্তমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্রমবর্ধমান ধারাকে অব্যাহত রাখতে পুঁজিবাজারের ভূমিকা অপরিসীম। পুঁজিবাজারে ধ্বস ও অস্বাভাবিক উত্থান-পতনের ফলে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বিনিয়োগে আস্থাহীনতা পরিলক্ষিত হয়। এমতাবস্থায় দেশের নির্বাচিত আর্থিক খাতসমূহে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশন, স্টক এক্সচেঞ্জসমূহ ও পুঁজিবাজারে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন এবং বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে এডিবির ঋণ সহায়তায় "ইমপ্রুভমেন্ট অব ক্যাপিটাল মার্কেটস গভার্নেন্স প্রজেক্ট'' শীর্ষক প্রকল্পটি গৃহিত হয়।

৬.২ উদ্দেশ্যঃ

পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণের মূল প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করে তোলা এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। একটি স্বচ্ছ, দক্ষ ও দূর্নীতিমুক্ত পুঁজিবাজারের জন্য বাজার ইনফ্রাস্ট্রাকচার সহায়তা অপরিহার্য। এই প্রকল্প বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের সক্ষমতা বাড়াবে যাতে এটি বাজার নিয়ন্ত্রক ভূমিকা পালনসহ তালিকাভুক্ত কোম্পানী ও সিকিউরিটিজ ইস্যুকারী কোম্পানীগুলোতে কর্পোরেট সুশাসন প্রমোট ও নিরীক্ষা করতে পারে। এই প্রকল্প ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (DSE), চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (CSE) ও সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি বাংলাদেশ লিঃ (CDBL) কে তাদের দায়িত্ব পালনে আরো দক্ষ ও কার্যকরী হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য হলঃ

(ক) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর নিয়ন্ত্রণ বা রেগুলেশনগুলো বাস্তবায়ন এবং পুঁজিবাজারে উদ্ভূত অনিয়মগুলো তদন্ত করা ও পুঁজিবাজারের সদস্যদের লেনদেন সম্পর্কে নিরীক্ষা চালাতে সক্ষম করে তুলতে সাহায্য করা;

(খ) জনগণ ও শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তুলতে তালিকাভুক্ত কোম্পানীগুলোতে কর্পোরেট সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা;

(গ) আর্থিক খাতে ঝুঁকি নির্ধারণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা চালু করা এবং প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী মার্কেট ব্যবস্থাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে সাহায্য করা;

(ঘ) আর্থিক প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশ সংক্রান্ত নিয়ম নীতিমালাগুলো সমন্বয় (হারমোনাইজ) করা এবং তালিকাভুক্ত কোম্পানীসমূহের সঠিক প্রতিবেদন তৈরী ও প্রকাশে নীতিমালা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা;

(ঙ) আর্থিক প্রতিবেদন তৈরি ও রিভিউ প্রক্রিয়া এবং হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা ব্যবস্থায় আর্ন্তজাতিক মান অর্জনের জন্য স্টাফদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

৭. **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ**

ক) প্রকল্পটির মূল টিপিপি মোট ১৫১৪.৯৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০০৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২৮/১২/২০০৬ তারিখে মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

খ) পরবর্তীতে ২৩/০১/২০০৮ তারিখে প্রকল্পের মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জুন ২০০৮ হতে ডিসেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

গ) ২৪/০৮/২০১০ তারিখে প্রকল্প ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে মেয়াদকাল এপ্রিল ২০১২ পর্যন্ত বাড়িয়ে ১ম সংশোধন করা হয়।

ঘ) ২২/০৬/২০১১১ তারিখে প্রকল্পটির আন্তঃখাত সমন্বয় করা হয়।

ঙ) সর্বশেষ ৩১/০৭/২০১২ তারিখে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধি করে ১৭৩৪.১১ লক্ষ টাকা ও মেয়াদ ১ বছর ২ মাস বৃদ্ধি করে জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০১৩ পর্যন্ত নির্ধারণ করে প্রকল্পটির ২য় সংশোধন অনুমোদিত হয়।

৮. **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	মেয়াদ কাল	
		শুরু	শেষ
১।	জনাব আনোয়ারুল কবির ভূইয়া, নির্বাহী পরিচালক, সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (অতিরিক্ত দায়িত্বে)	২৮/১২/২০০৬	১৭/০২/২০১১
২।	জনাব মো. সাইফুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (অতিরিক্ত দায়িত্বে)	১৭/০২/২০১১	৩০/০৬/২০১৩

৯. **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম হচ্ছে- দেশী/বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, পরামর্শ সেবা, মার্কেট সার্ভাইল্যান্স সিস্টেমসহ আনুষঙ্গিক অফিস সরঞ্জামাদি সংগ্রহ ও স্থাপন করা।

১০. **প্রকল্পের সংশোধিত এডিপি অনুযায়ী সংস্থান এবং অগ্রগতিঃ**

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি সংস্থান ও লক্ষ্যমাত্রা			মোট ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
২০০৬-০৭	৩৫০.০০	৫০.০০	৩০০.০০	৬.৭২	৬.৭২	-
২০০৭-০৮	৪৬৮.০০	৩৭.০০	৪৩১.০০	২১.৫৫	২১.৫৫	-
২০০৮-০৯	২১০.০০	৬০.০০	১৫০.০০	৩৭.৪৩	৩৭.৪৩	-
২০০৯-১০	৩০০.০০	১০০.০০	২০০.০০	১২.৯৬	১২.৯৬	-
২০১০-১১	৫১৩.০০	৭০.০০	৪৪৩.০০	৩২৪.২৮	৫৪.৭৩	২৬৯.৫৫
২০১১-১২	৯৭০.০০	৭৬.০০	৮৯৪.০০	৫০৪.৪৭	৭৫.৭৮	৪২৮.৬৯
২০১২-১৩	৮৯৫.০০	১০১.০০	৭৯৪.০০	৭৪৬.০৪	৯১.৫৩	৬৫৪.৫১
মোট	**৩৭০৬.০০**	**৪৯৪.০০**	**৩২১২.০০**	**১৬৫৩.৪৫**	**৩০০.৭০**	**১৩৫২.৭৫**

বিঃদ্রঃ প্রতি অর্থবছরে অব্যয়িত অর্থ নিয়মানুযায়ী এডিবির কাছে সমর্পণ করা হয়েছে।

১০.১ অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত পিসিআর এর ভিত্তিতে প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ (In Tk. Lakh)

Items of (as per PP)	Unit	(As per PP)		Actual Progress	
		Financial	Physical (Quantity)	Financial	Physical (Quantity)
1	2	3	4	5	6
1. Pay of Officers	7 Person	56.50	7 Person	43.23 (76.51%)	7 Person (100%)

2. Pay of Staffs	3 Person	10.35	3 Person	8.71 (84.15%)	3 Person (100%)
3. Allowances	8 Person	7.64	8 Person	4.50 (58%)	8 Person (100%)
4. Counterpart Facilities	20 Person	11.95	20 Person	11.95 (100%)	20 Person (100%)
5. International and Local Travel	Lump sum	68.88	Lump sum	62.14 (90.21%)	-
6. Office Rent	25 Month	---	25 Month	---	25 Month (100%)
7. Fuel	2 icrobus	13.62	2 Microbus	11.90 (87.37%)	2 Microbus (100%)
8. Reports and Communication	200	6.56	200	0 (0.00%)	200 (100%)
9. Foreign Advertisement	Lump sum	2.46	Lump sum	0 (0.00%)	-
10. Local and Foreign Training	500+30	131.26	500+30	131.26 (100%)	500+30 (100%)
11. Transport Expenses	1 Mircobus Rent	32.03	1 Mircobus Rent	30.26 (94.47%)	1 Mircobus Rent (100%)
12. Local and Foreign Consultant	7 person+ 7 person	691.26	7 person+ 7 person	691.26 (100%)	7 person+ 7 person (100%)
13. Contingency	Lump sum	0.11	Lump sum	-	-
14. Transport Maintanance	1 Mircobus	9.88	1 Mircobus	9.77 (98.89%)	1 Mircobus (100%)
15. Other Expenses	Lump sum	30.61	Lump sum	25.25 (82.48%)	-
16. Transport	1 Mircobus	3.00	1 Mircobus	3.00 (100%)	1 Mircobus (100%)
17. Input Equipment	-	486.00	-	477.90 (98.33%)	(100%)
18. Interest	Lump sum	8.32	Lump sum	-	-
19. CD VAT	Lump sum	163.63	Lump sum	142.32 (86.97%)	-
Total		1734.11		1653.45 (95.35%)	100%

১১। <u>কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার বিবরণঃ</u>

পিসিআর ও পরিদর্শন কালে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয় যে প্রকল্পের আওতায় সমুদয় কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

১২। <u>প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিবরণঃ</u>

১২.১ **স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণঃ** প্রশিক্ষণ খাতে ১৩১.২৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয়িত হয়েছে । টিপিপি অনুযায়ী মোট ৫৩০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; তন্মধ্যে ৩০ জনকে বৈদেশিক এবং ৫০০ জনকে স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১২.২ **আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় ভ্রমণঃ** আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় ভ্রমণ খাতে ৬৮.৮৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৬২.১৪ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়েছে।

১২.৩ **স্থানীয় ও বৈদেশিক পরামর্শকঃ** স্থানীয় ও বৈদেশিক পরামর্শক খাতে ৭ জন দেশীয় ও ৭ জন বিদেশী পরামর্শকদের যথাক্রমে মোট ৪০ জনমাস ও ২৪ জনমাস ভিত্তিতে পরামর্শক সেবা নেয়া হয়েছে। এই বাবদ ৬৯১.২৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যয় হয়েছে।

১২.৪ **যন্ত্রপাতিঃ** যন্ত্রপাতি (Input Instrument) খাতে ৪৮৬.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। এখাতে বরাদ্দের বিপরীতে ৪৭৭.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মার্কেট সার্ভাইলেন্স সিস্টেম ক্রয় ও স্থাপন করা হয়েছে। কম্পিউটার, সার্ভার, নেটওয়ার্ক, সফটওয়্যার, ডাটাবেস, ইউপিএস, জেনারেটর ইত্যাদি মার্কেট সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম এর অর্ন্তভুক্ত।

১২.৫ **সিডি ভ্যাটঃ** সিডি ভ্যাট খাতে ১৪২.৩২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এখাতে ১৬৩.৬৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল।

১২.৬ এছাড়া কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন, ভাতাদি, কাউন্টারপার্ট ফ্যাসিলিটিজ, জ্বালানী, পরিবহণ খরচ, যানবাহন রক্ষনাবেক্ষণ, অন্যান্য, যানবাহন ব্যবহার প্রভৃতি খাতে সংস্থান অনুযায়ী অর্থ ব্যয়িত হয়েছে। রিপোর্টস এন্ড কম্যুনিকেশন, বৈদেশিক বিজ্ঞাপন, কন্টিনজেন্সি, ইন্টারেস্ট প্রভৃতি খাতে বরাদ্দ থাকলেও অর্থ ব্যয় করা হয়নি।

১৩। <u>ক্রয়সংক্রান্ত তথ্যঃ</u>

এই কারিগরী সহায়তা প্রকল্পে বড় ধরনের কোন ক্রয় কার্যক্রম ছিলনা। পরামর্শকদের (দেশী ও বিদেশী) কাছ থেকে পরামর্শক সেবা এবং মার্কেট সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম কেনা হয়েছে। সকল ক্রয় কার্যক্রম এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে বলে জানানো হয়।

১৪। <u>পরিদর্শন বর্ণনাঃ</u>

১৪.১ ''ইমপ্রুভমেন্ট অব ক্যাপিটাল মার্কেটস গভার্নেন্স প্রজেক্ট'' শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম মূল্যায়ন করতে গত ১৮/১২/২০১৪ তারিখে প্রকল্প কার্যালয় পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্প পরিচালক জানান, এই কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের মূল কার্যক্রম ছিল পরামর্শক সেবা। দেশীয় ৭ জন ও আর্ন্তজাতিক ৭ জন পরামর্শক এই প্রকল্পে কাজ করেছেন। পরামর্শকগণ পুঁজিবাজার সংস্কার ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বেশ কিছু রিপোর্ট প্রদান করেছেন। পুঁজিবাজারের সদস্যদেরকে একই নিয়মকাঠামো ও রেগুলেশনের মধ্যে নিয়ে আসার জন্য বেশ কিছু সুপারিশ প্রদান করেছেন।



চিত্রঃ প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের আলোকচিত্র।

১৪.২ পরামর্শকগণ আর্থিক প্রতিবেদন তৈরী ও নিরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ফরম্যাট ও ছক তৈরী করে দিয়েছেন। এইসব ছক এখন বিএসইসিতে ব্যবহৃত হচ্ছে। অন-সাইট ইন্সপেকশন ম্যানুয়াল তৈরী করা হয়েছে। এই ম্যানুয়াল ইন্সপেকশনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। শেয়ার মার্কেটে অংশগ্রহণকারীসহ সব স্টেক হোল্ডারদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ফলে পুঁজিবাজারের অনিয়ন্ত্রিত আচরণ বা উত্থান পতন সম্পর্কে তদন্ত করা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সহজ হয়েছে।

১৪.৩ এই প্রকল্পের আওতায় টিপিপি অনুযায়ী মোট ৫৩০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে বাজার নিয়ন্ত্রণ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, নিরীক্ষা, ইন্সপেকশন, মার্কেট সার্ভেইল্যান্স প্রভৃতি বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৩০ জনকে বৈদেশিক এবং ৫০০ জনকে স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১৪.৪ এই প্রকল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংগ হচ্ছে মার্কেট সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম স্থাপন ও চালুকরণ। আধুনিক কম্পিউটার, সার্ভার, নেটওয়ার্ক, সফটওয়্যার, ডাটাবেস, ইউপিএস, জেনারেটরসহ এই সমন্বিত মার্কেট সার্ভেইল্যান্স সিস্টেমটি স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে পুঁজিবাজারের সব ধরণের লেনদেন, মূল্যমান সংক্রান্ত বিষয়াদি পরিবীক্ষণের আওতায় এসেছে। সফটওয়্যারভিত্তিক এই তদারকী ব্যবস্থাটি যথেষ্ট কার্যোপযোগী ও দক্ষ। যেকোন ধরণের অস্বাভাবিক লেনদেন বা মার্কেটের কোন ধরণের অসংগতি এই সিস্টেম সাথে সাথে চিহ্নিত করতে পারে এবং বিএসইসিতে সার্ভেইল্যান্স ডিপার্টমেন্টে কর্মরত অফিসারদেরকে এলার্ট দেয়। কর্মরত অফিসার তৎক্ষনাৎ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। ফলে যেকোন ধরণের অসংগতি ও অস্বাভাবিক লেনদেন বন্ধ করা ও তদন্ত করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করার কার্যকরী ব্যবস্থা এর মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। এই মার্কেট সার্ভেইল্যান্স সিস্টেমটি বাংলাদেশে এর আগে ছিলনা। এই সিস্টেম এর সাথে বাংলাদেশের দুটি স্টক এক্সচেঞ্জ সরাসরি যুক্ত আছে।

১৪.৫ সম্প্রতি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ নতুন সফটওয়্যার চালু করেছে এবং সেই সাথে এই সার্ভেইল্যান্স সিস্টেমটিও আপডেট করতে হয়েছে। নতুন সফটওয়্যার এই মার্কেট সার্ভেইল্যান্স সিস্টেমের সাথে সমন্বিত হবে কিভাবে কিংবা এতে কোন আপগ্রেডেশনের প্রয়োজন পড়বে কিনা- এই বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের কাছে জানতে চাওয়া হয়। তিনি জানান আমরা এই বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষা করেই ডিএসইতে নতুন সফটওয়্যার চালু করতে সম্মত হয়েছি। নতুন সফটওয়্যারটি বর্তমান সার্ভেইল্যান্স সিস্টেমের সাথে সাংঘর্ষিক হবে না শুধু কিছু প্রয়োজনীয় আপগ্রেডেশনের প্রয়োজন পড়বে যা ইতোমধ্যে ডিএসই'র উদ্যোগে সম্পন্ন করা হয়েছে। নতুন সফটওয়্যারের ফিচার ও সুবিধাগুলো ব্যবহার করে সার্ভেইল্যান্স সিস্টেমটি আরো শক্তিশালী হবে এবং পুঁজিবাজারের তদারকীও অধিক কার্যকরী হবে।




চিত্রঃ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত মার্কেট সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম এর সার্ভার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি

১৪.৬ বাংলাদেশের পুঁজিবাজার তদারকীর জন্য স্থাপিত মার্কেট সার্ভেইল্যান্স সিস্টেমটির কোন ডাটা রিকভারী সেন্টার নেই। নেটওয়ার্কভিত্তিক যেকোন ডাটাবেজ ও সার্ভেইল্যান্স সিস্টেমের জন্য রিকভারী সিস্টেম গড়ে তোলা জরুরী। যেকোন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অগ্নিকান্ড বা যেকোন দুর্ঘটনায় মূল নেটওয়ার্ক সিস্টেম ক্ষতিগ্রস্ত হলে ব্যাকআপ বা ডাটা রিকভারী সিস্টেম হতে তা পুনরুদ্ধার করা যায়। ফলে মূল তথ্য ও সিস্টেমটি অটুট থাকে । বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের মার্কেট সার্ভেইল্যান্স সিস্টেমের কোন ডাটা রিকভারী সিস্টেম না থাকা একটি বড় ধরণের ঝুঁকি। এই বিষয়ে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, মার্কেট সার্ভেইলেন্স সিস্টেমটি প্রথমে এই প্রকল্পের অংশ ছিলনা, পরে এটি সংশোধনীর সময় অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। এই বিষয়ে তখন ভাবা হলেও ব্যয় সীমিত রাখাসহ নানাবিধ কারণে ডাটা রিকভারী সেন্টার রাখা সম্ভব হয়নি। তবে এটি আমাদের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে।

১৪.৭ এছাড়া সার্ভারসহ সার্ভেইলেন্স সিস্টেমটি যে কক্ষে স্থাপন করা হয়েছে সেটি ছোট এবং এর স্থান খুবই অপ্রতুল। প্রকল্প পরিচালক এবিষয়ে জানান, আমাদের সার্ভার রুমটি অত্যন্ত ছোট এবং এটি আদর্শ সার্ভার রুম নয়। তিনি জানান, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন জীবনবীমা টাওয়ারে অত্যন্ত অপ্রতুল স্থানে দাপ্তরিক কার্যক্রম চালাচ্ছে। ফলে সার্বিক কাজকর্মেও অসুবিধা হচ্ছে। এহেন অবস্থায় সার্ভারসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি স্থাপন করার জন্য ন্যূনতম স্থান সাংকুলান করাও খুবই কঠিন ছিল। তবে আমরা সীমিত পরিসরেও এটি শুরু করতে চেয়েছি এবং সফল হয়েছি। তবে বিএসইসি নিজস্ব অর্থায়নে আগারগাঁওয়ে বহুতল ভবন নির্মাণ করছে। এর নির্মাণ কাজ শেষ হলে বিএসইসি নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হবে। তখন স্থান বা স্পেস সংকট কেটে যাবে এবং তখন পর্যাপ্ত স্পেসসহ ডাটা রিকভারী সেন্টার ও সার্ভাররুম স্থাপন করা সম্ভব হবে।

১৫.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ও অর্জনঃ

উদ্দেশ্যে	অর্জন
(ক) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর নিয়ন্ত্রণ বা রেগুলেশনগুলো বাস্তবায়ন এবং পুঁজিবাজারে উদ্ভূত অনিয়মগুলো তদন্ত করা ও পুঁজিবাজারের সদস্যদের লেনদেন সম্পর্কে নিরীক্ষা চালাতে সক্ষম করে তুলতে সাহায্য করা।	(ক) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর নিয়ন্ত্রণ বা রেগুলেশনগুলো বাস্তবায়ন এবং পুঁজিবাজারে উদ্ভূত অনিয়মগুলো তদন্ত করা ও পুঁজিবাজারের সদস্যদের লেনদেন সম্পর্কে নিরীক্ষা চালাতে সক্ষম করার লক্ষ্যে সয়ংক্রিয় সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম স্থাপন, কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং অন-সাইট ইন্সপেকশন ম্যানুয়াল প্রদান করা হয়েছে।
(খ) জনগণ ও শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তুলতে তালিকাভুক্ত কোম্পানীগুলোতে কর্পোরেট সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা।	(খ) জনগণ ও শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তুলতে তালিকাভুক্ত কোম্পানীগুলোতে কর্পোরেট সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে কর্পোরেট গর্ভানেন্স গাইডলাইন করা হয়েছে।
(গ) আর্থিক খাতে ঝুঁকি নির্ধারণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা চালু করা এবং প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী মার্কেট ব্যবস্থাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে সাহায্য করা।	(গ) আর্থিক খাতে ঝুঁকি নির্ধারণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা চালু করা এবং প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী মার্কেট ব্যবস্থাকে পরীক্ষা করতে সাহায্য করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। এ ব্যাপারে সম্প্রতি কমিশন কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। যে কমিটি আর্থিক খাতে ঝুঁকি নির্ধারণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রদান করেছে।
(ঘ) আর্থিক প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশ সংক্রান্ত নিয়ম নীতিমালাগুলো সমন্বয় (হারমোনাইজ) করা এবং তালিকাভুক্ত কোম্পানীসমূহের সঠিক প্রতিবেদন তৈরী ও প্রকাশে নীতিমালা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা।	(ঘ) আর্থিক প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশ সংক্রান্ত নিয়ম নীতিমালাগুলো সমন্বয় (হারমোনাইজ) করা এবং তালিকাভুক্ত কোম্পানীসমূহের সঠিক প্রতিবেদন তৈরী ও প্রকাশে নীতিমালা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করার জন্য কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে।
(ঙ) আর্থিক প্রতিবেদন তৈরি ও রিভিউ প্রক্রিয়া এবং হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা ব্যবস্থায় আর্ন্তজাতিক মান অর্জনের জন্য স্টাফদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	(ঙ) আর্থিক প্রতিবেদন তৈরি ও রিভিউ প্রক্রিয়া এবং হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা ব্যবস্থায় আর্ন্তজাতিক মান অর্জনের জন্য কর্মকর্তাদেরকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ (যেমনঃ Regional Seminar on Financial Analysis, Forensic Accounting and Auditing, Auckland, New Zealand; Regional Seminar on Financial Reporting and Disclosure, Manila, Philippines) প্রদান করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প কার্যালয় থেকে জানা যায়।

১৬.০ উদ্দেশ্যে পুরোপুরি অর্জিত না হলে উহার কারণঃ

পরিদর্শন ও প্রাপ্ত তথ্যাবলী থেকে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১৭.০ <u>সমস্যাঃ</u>

১৭.১ বাংলাদেশের পুঁজিবাজার তদারকীর জন্য স্থাপিত মার্কেট সার্ভেইল্যান্স সিস্টেমটির কোন ডাটা রিকভারী সেন্টার না থাকা একটি বড় ধরণের ঝুঁকি।

১৭.২ সার্ভার কক্ষটির স্পেস অত্যন্ত কম। অন্যসব অফিস কক্ষের মতো একটি কক্ষে সার্ভার স্থাপন করা হয়েছে যাতে যথেষ্ট নিরাপত্তা ঝুঁকি রয়ে গেছে।

১৮.০ <u>সুপারিশঃ</u>

১৮.১ মার্কেট সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম এর ডাটা রিকভারী সিস্টেম স্থাপনের জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং বিএসইসি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৮.২ সার্ভার রুম ও এতে স্থাপিত যন্ত্রপাতির জন্য বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিএসইসি'র নতুন ভবন হলে পৃথক একটি ফ্লোরে সার্ভার জেনারেটরসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে হবে যাতে সবধরণের নিরাপত্তা ঝুঁকি থেকে মুক্ত থাকে।

১৮.৩ বিএসইসি স্থাপিত সিস্টেমটির সময়ানুগ যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও আপগ্রেডেশনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে।

"সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্ট"

কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ এপ্রিল, ২০১৩)

১.০ প্রকল্পের নামঃ সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্ট।

২.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

৩.০ উদ্যোগী মন্ত্রণালয় /বিভাগঃ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় ।

৪.০ প্রকল্পের অবস্থানঃ ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট,খুলনা, রাজশাহী বরিশাল, বগুড়া ও ময়মনসিংহ।

৫.০ প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা প্রঃসাঃ	৪র্থ সংশোধিত মোট টাকা প্রঃসাঃ	মোট টাকা প্রঃসাঃ	মূল	সংশোধিত			
২৮৫৫৩.৫০ ৭১৩০.৪৮ ২১৪২৩.০২	৪১০৫৮.০০ ১৪৪৪০.০৫ ২৬৬১৭.৯৫	৩৩৮৩১.৮৭ ৫৪৭৭.১৩ ২৮৩৫৪.৭৪	জুলাই, ২০০৩ হতে জুন, ২০০৭	জুলাই, ২০০৩ হতে এপ্রিল, ২০১৩	জুলাই, ২০০৩ হতে এপ্রিল, ২০১৩	৫২৭৮.৩৭ (১৮.৪৯%)	৭০ মাস (১৪৫.৮৩ %)

৬.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৬.১ পটভূমিঃ

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপারভিশন, সংস্কার কর্মসূচীর সঠিক বাস্তবায়ন এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে এর সার্বিক সংস্কার ও শক্তিশালীকরণ কার্যক্রম গ্রহণ অত্যন্ত জরুরী। সুশাসনের অভাব, লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কের দুর্বলতা এবং নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পিছিয়ে পড়া অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, আইন ও নীতিগত সংস্কার, একাউন্টিং ও অডিট কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ এবং সার্বিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের আওতায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে "সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্ট'' শীর্ষক প্রকল্পটি গৃহীত হয়।

৬.২ উদ্দেশ্যঃ

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে একটি শক্তিশালী, কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ ও তদারককারী ব্যবস্থা গড়ে তোলা এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য, যা বাংলাদেশের মুদ্রা ব্যবস্থার কর্তৃত্ব, ব্যাংকিং ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক ও তদারককারী হিসেবে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক - বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করতে সক্ষম করার মাধ্যমে অর্জিত হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রুডেন্সিয়াল নিয়ন্ত্রণ ও কার্যকরী ব্যাংকিং তদারকী ব্যবস্থা উন্নয়ন, এক্ষেত্রে আর্ন্তজাতিকভাবে প্রচলিত বেস্ট প্র্যাকটিস্ চালু এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের কোর ব্যাংকিং নীতিমালা চালু ও বাস্তবায়ন করার সক্ষমতা বাড়ানো হবে যাতে তা দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে আরো সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ।

প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য হল

(ক) লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক শক্তিশালী করা;

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংকের রিঅর্গানাইজেশন ও আধুনিকায়ন করা;

(গ) গবেষণা বিভাগ, প্রুডেনশিয়াল রেগুলেশন ও সুপারভিশন এবং একাউন্টিং ও অডিট ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৭.০ প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ

প্রকল্পটির মূল টিপিপি মোট ২৮৫৫৩.৪৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৩ হতে জুন, ২০০৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১৪/০৮/২০০৩ তারিখে মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এরপর ০২/০৩/২০০৬ তারিখে প্রকল্প ব্যয় বাড়িয়ে ৩০৫০৪.২৪ লক্ষ টাকা ও মেয়াদকাল জুলাই, ২০০৩ হতে জুন, ২০০৮ নির্ধারণ করে মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ১ম সংশোধন অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ২৮/১২/২০০৮ তারিখে প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই,২০০৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১১ এবং প্রকল্প ব্যয় ৩৮৯২০.১৭ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করে মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক ২য় সংশোধন অনুমোদন করা হয়। প্রকল্প ব্যয় ৩৯৫৮৫.০০ লক্ষ টাকা ও মেয়াদ জুলাই, ২০০৩ হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত নির্ধারণ করে প্রকল্পটির ৩য় সংশোধন ১৯/০৯/২০১১ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সর্বশেষ ২৯/০৯/২০১২ তারিখে প্রকল্প ব্যয়

বাড়িয়ে ৪১০৫৮.০০ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল জুলাই, ২০০৩ হতে এপ্রিল ২০১৩ নির্ধারণ করে প্রকল্পের সর্বশেষ ও চতুর্থ সংশোধন মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদন করা হয়।

৮.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	মেয়াদ কাল	
		শুরু	শেষ
১।	জনাব মোহাম্মদ এ. রূমী আলী, ডেপুটি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	২৮/০৯/২০০৩	১১/০৬/২০০৫
২।	জনাব মো. নজরুল হুদা ডেপুটি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	১২/০৬/২০০৫	২০/১২/২০০৫
৩।	জনাব মো. নাজমুল হক নির্বাহী পরিচালক (আইসিটি), বাংলাদেশ ব্যাংক	২১/১২/২০০৫	৩০/০৭/২০০৮
৪।	জনাব মো. আবুল কাশেম নির্বাহী পরিচালক , বাংলাদেশ ব্যাংক	৩১/০৭/২০০৮	১০/০৮/২০০৯
৫।	জনাব মো. আহসান উল্লাহ নির্বাহী পরিচালক , বাংলাদেশ ব্যাংক	১১/০৮/২০০৯	৩০/০৪/২০১৩

৯.০ প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম হচ্ছে- দেশ ও বিদেশে প্রশিক্ষণ, পরামর্শকসেবা, ব্যাংকিং এপ্লিকেশন ও সফটওয়্যার, জাতীয় পেমেন্ট সুইচ স্থাপন, এন্টারপ্রাইজ ডাটা ও রিসোর্স প্ল্যানিং, ওয়্যার হাউজ স্থাপন, ল্যান-ওয়েন, ওএ, ইন্ট্রানেট, নেটওয়ার্ক একসেস সুইচ, ভিডিও কনফারেন্সিং প্যাকেজ প্রভৃতি আইটি ও বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, অফিস সরঞ্জামাদি ইত্যাদি সংগ্রহ ও স্থাপন করা।

১০.০ প্রকল্পের সংশোধিত এডিপি অনুযায়ী সংস্থান এবং অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি সংস্থান ও লক্ষ্যমাত্রা			মোট ব্যয়		
	মোট	টাকা*	প্রকল্প সাহায্য	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
২০০৩-০৪	১২১৩৩.৭১	-	১২১৩৩.৭১	৩৩০.৯৫	-	৩৩০.৯৫
২০০৪-০৫	৩২০০.০০	-	৩২০০.০০	৬৮২.৪১	১০১.৭৯	৫৮০.৬২
২০০৫-০৬	২০০০.০০	-	২০০০.০০	১১৭০.৭৩	২২৬.২০	৯৪৪.৫৩
২০০৬-০৭	২০০০.০০	-	২০০০.০০	৬৯৭.৫৫	১২২.৮৯	৫৭৪.৬৬
২০০৭-০৮	৫০০০.০০	-	৫০০০.০০	১০৭৭.৭৬	৬৪৮.২৪	৪২৯.৫২
২০০৮-০৯	৪৯১৪.৮৪	-	৪৯১৪.৮৪	১৯৫৮.৭২	১৬৩.৮৭	১৭৯৪.৮৫
২০০৯-১০	৬৭৮৪.৫০	-	৬৭৮৪.৫০	৩৮৩৪.৫২	৪৬৯.৩৫	৩৩৬৫.১৭
২০১০-১১	৮০০০.০০	-	৮০০০.০০	৭৪৩১.৪২	৯৭৬.৬৫	৬৪৫৪.৭৭
২০১১-১২	১৫৫৫৮.১৭	-	১৫৫৫৮.১৭	৫৮১৭.৪৭	১০৮৬.৯৫	৪৭০৩.৫২
২০১২-১৩	১২৬১৫.০০	-	১২৬১৫.০০	৯১৮৩.৬৫	১৬৮১.১৪	৭৫০২.৫১
মোট	**৭২২০৬.২২**	**-***	**৭২২০৬.২২**	**৩৩৮৩১.৮৭ (৮২.৪০%)**	**৫৪৭৭.১৩**	**২৮৩৫৪.৭৪**

* জিওবি অংশ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব ফান্ড হতে খরচ করা হয়েছে, যা প্রতিবছরের এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দে দেখানো হয়নি।

১০.১ অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত পিসিআর এর ভিত্তিতে প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	বিভিন্ন অঙ্গের নাম	ইউনিট	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২		৩	৪	৫	৬
ক	**রাজস্ব কম্পোনেন্ট**					
১।	কন্সালটেন্সী	১২৮৬ জনমাস	৩৫০৫.০০	১২২৬	৩৩৯২.৩৪ (৯৬.৭৮%)	১২২৬ (১০০%)
২।	প্রশিক্ষণ ব্যয়	থোক	৩৫৬৯.০০	থোক	৩৪৫০.৫০(৯৬.৬৭%)	-
৩।	রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৬০০.০০	থোক	৪৫৯.২৮(৭৬.৫৪%)	-
৪।	বিড/প্রকল্প মূল্যায়ন	থোক	১৭.৫০	থোক	১৬.৫৪(৯৪.৫১%)	-
৫।	প্রশাসনিক ব্যয়	থোক	২১.৫০	থোক	২.৬৬(১২.৩৭%)	-
৬।	পরিবহণ ব্যয়	থোক	১৯.০০	থোক	১৫.৪২(৮১.১৫%)	-
৭।	কাস্টম শুল্ক/ ভ্যাট	থোক	৭০.০০	থোক	০.০০(০%)	-
	উপমোট(রাজস্ব)		**৭৮০২.০০**		**৭৩৪৪.৩৮(৯৪.১৩%)**	
খ	**ক্যাপিটাল কম্পোনেন্ট**					
৮।	নেটওয়ার্কিং প্যাকেজ	১ লট	৬৮৪২.০০	১ লট	৫৬০৪.০২(৮১.৯০%)	১ লট (১০০%)
৯।	ব্যাংকিং প্যাকেজ	১ লট	৫৭০০.০০	১ লট	৫৩৩৩.৮৪(৯৩.৫৭%)	১ লট (১০০%)
১০।	ইআরপি প্যাকেজ	১ লট	৩৯১০.০০	১ লট	৩০৭২.৫৯(৭৮.৫৮%)	১ লট (১০০%)
১১।	ডাটা ওয়্যারহাউজ প্যাকেজ	১ লট	৩৬৫৩.০০	১ লট	২৪৭৯.২৭(৬৭.৮৬%)	১ লট (১০০%)
১২।	আইটি ল্যাব প্যাকেজ	১ লট	৪০.০০	১ লট	৩১.৭৩(৭৯.৩২%)	১ লট (১০০%)
১৩।	ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ	১ লট	৪১১৫.০০	১ লট	৩৩২৫.২৬ (৮০.৮০%)	১ লট (১০০%)
১৪।	সিস্টেমস ফর পিএডি	১ লট	৭০.০০	১ লট	৬০.০০ (৮৫.৭১%)	১ লট (১০০%)
১৫।	আইটি সিস্টেমস ফর বিএফআইইউ	১ লট	১৬৪৬.০০	২ লট	৭৪০.৬৮ (৪৪.৯৯%)	২ লট (১০০%)
১৬।	বিবিটিএ আধুনিকায়ন	১ লট	২০০.০০	৪ লট	১৯১.৭৫ (৯৫.৮৭%)	৪ লট (১০০%)
১৭।	অফিস লে-আউট আধুনিকায়ন	১ লট	৪৯৮১.০০	১ লট	৩৯৬৬.৯৮ (৭৯.৬৪%)	১ লট (১০০%)
১৮।	ভিডিও কনফারেন্সিং	১ লট	১২৬.০০	২ লট	১২০.৭৭ (৯৫.৮৪%)	২ লট (১০০%)
১৯।	ব্যাংক চার্জ. এলসি কমিশন	থোক	২৭৩.০০	থোক	১৫৮.৬৯ (৫৮.১২%)	-
২০।	প্রাইস কন্টিনজেন্সী	থোক	১০০.০০	থোক	০.০০ (০%)	-
২১।	ফিসিক্যাল কন্টিনজেন্সী	থোক	৪০.০০	থোক	১৬.৬১ (৪১.৫২%)	-
২২।	কাস্টম শুল্ক/ভ্যাট	থোক	১৫৬০.০০	থোক	১৩৮৫.৩০(৮৮.৮০%)	
	উপমোট (ক্যাপিটাল)		**৩৩২৫৬.০০**		**২৬৪৮৭.৪৯ (৭৯.৬৪%)**	
	মোটঃ		**৪১০৫৮.০০**	**-**	**৩৩৮৩১.৮৭ (৮২.৪০%)**	**(১০০%)**

১০.২ কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার বিবরণঃ

পিসিআর এবং পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় মূল কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

১১.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গের বিবরণঃ

১১.১ **কনসালটেন্সিঃ** আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় টিপিপিতে কনসালটেন্সি বাবদ ৩৫০৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এর বিপরীতে ৩৩৯২.৩৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় আধুনিকায়ন এক্সপার্ট, লিগ্যাল কাউন্সেল, এমএল/সিএফটি এক্সপার্ট, প্রজেক্ট লঞ্চ ফ্যাসিলিটেটর, আইটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ব্যাংকিং কনসালটেন্ট, ইন্টারন্যাশনাল এইচআর এডভাইজার, ব্যাংক সুপারভিশন এক্সপার্ট ও অডিটফার্ম প্রভৃতি ক্যাটাগরীতে আন্তর্জাতিক পরামর্শকদের কাছ থেকে পরামর্শকসেবা নেয়া হয়েছে। এছাড়া আইটি স্পেশালিস্ট (ব্যাংকিং ও ট্রেজারী),আইটি স্পেশালিস্ট(একাউন্টিং, বাজেট ও ইআরপি), নেটওয়ার্ক স্পেশালিস্ট, ইন্টারনেট ও ইন্ট্রানেট স্পেশালিস্ট, প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিস্ট, ব্যাংকিং কনসালটেন্ট, ন্যাশনাল এইচআর এডভাইজার, সিনিয়র রিসার্চ ইকনোমিস্ট, রেসিডেন্ট ইকনমিক এডভাইজার, একাউন্টিং ও অডিট স্পেশালিস্ট এবং ফিনানসিয়্যাল ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট প্রভৃতি ক্যাটাগরীতে দেশিয় পরামর্শকদের কাছ থেকে পরামর্শক সেবা গ্রহণ করা হয়েছে।

১১.২ **প্রশিক্ষণ ব্যয়ঃ** আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় টিপিপিতে প্রশিক্ষণ ব্যয় বাবদ ৩৫৬৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এইখাতে ৩৪৫০.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪৭ জন কর্মকর্তার অংশগ্রহণে ৯টি বৈদেশিক স্টাডি ট্যুর ও ১২০০ কর্মকর্তাকে স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১১.৩ **রক্ষণাবেক্ষণঃ** প্রকল্পের আওতায় টিপিপিতে রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ৬০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৪৫৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

১১.৪ **নেটওয়ার্কিং প্যাকেজঃ** আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় টিপিপিতে নেটওয়ার্কিং প্যাকেজ বাবদ ৬৮৪২.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৫৬০৪.০২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ল্যান, ওয়্যান, ওএ(OA-Open Access),ইন্ট্রানেট ও ইলেকট্রিক্যাল সরঞ্জাম স্থাপন করা হয়েছে।

১১.৫ **ব্যাংকিং এপ্লিকেশনঃ** এই প্রকল্পে ব্যাংকিং এপ্লিকেশন খাতে ৫৭০০.০০ লক্ষ টাকা সংস্থান ছিল। তন্মধ্যে ৫৩৩৩.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ব্যাংকিং এপ্লিকেশন সফটওয়্যার ও আইটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার স্থাপন করা হয়েছে।

১১.৬ **ইআরপি প্যাকেজঃ** এই প্রকল্পে ইআরপি প্যাকেজ বাবদ ৩৯১০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এন্টারপ্রাইজ রিসোর্সেস প্ল্যানিং (ইআরপি) প্যাকেজের আওতায় সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার বাবদ ৩০৭২.৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

১১.৭ **ডাটা ওয়্যারহাউজ প্যাকেজঃ** প্রকল্পে ডাটা ওয়্যারহাউজ প্যাকেজ বাবদ ৩৬৫৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৪৭৯.২৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্যাকেজটি ক্রয় ও স্থাপন করা হয়েছে।

১১.৮ **আইটি ল্যাব প্যাকেজঃ** আলোচ্য প্রকল্পে আইটি ল্যাব প্যাকেজ বাবদ ৪০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৩১.৭৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আইটি ল্যাবের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে।

১১.৯ **ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচঃ** এই প্রকল্পে ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ বাবদ ৪১১৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। তন্মধ্যে ৩৩২৫.২৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ন্যাশনাল পেমেন্ট গেটওয়ে ও সুইচ প্যাকেজ ইন্সটল করা হয়েছে।

১১.১০ **সিস্টেমস ফর পিএডিঃ** এই প্রকল্পে সিস্টেমস ফর পিএডি বাবদ ৭০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৬০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সিস্টেম ক্রয় ও ইন্সটল করা হয়েছে।

১১.১১ **আইটি সিস্টেমস ফর বিএফআইইউঃ** আলোচ্য প্রকল্পে আইটি সিস্টেমস ফর বিএফআইইউ বাবদ ১৬৪৬.০০ লক্ষ টাকা রবাদ্দ ছিল। তন্মধ্যে ৭৪০.৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়্যাল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের(বিএফআইইউ) জন্য আইটি প্যাকেজ ক্রয় করা হয়েছে।

১১.১২ **বিবিটিএ আধুনিকায়নঃ** প্রকল্পে বিবিটিএ আধুনিকায়ন বাবদ ২০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৯১.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীকে(বিবিটিএ) আধুনিকায়ন করা হয়েছে- তন্মধ্যে প্রশিক্ষণ, অফিস লেআউট পুনর্বিন্যাস, আইটি ইকুইপমেন্ট স্থাপন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত আছে।

১১.১৩ **অফিস লে-আউট আধুনিকায়নঃ** এই প্রকল্পে অফিস লে-আউট আধুনিকায়ন বাবদ ৪৯৮১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এর আওতায় ৩৯৬৬.৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের অফিস লেআউট পরিবর্তন করে কিউবিক বিন্যাস করা হয়েছে। এর সাথে কনফারেন্স রুম/মিটিং রুমের টেবিল চেয়ার, প্রজেক্টর, মনিটর, শব্দযন্ত্র, এক্সিকিটিভ টেবিল, চেয়ার, নরমাল টেবিল চেয়ার, ফাইল কেবিনেট ইত্যাদি কেনা হয়েছে।

১১.১৪ **ভিডিও কনফারেন্সিং:** প্রকল্পে ভিডিও কনফারেন্সিং বাবদ ১২৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১২০.৭৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভিডিও কনফারেন্সিং এর জন্য প্রয়োজনীয় আইটি ও ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি ক্রয় ও স্থাপন করা হয়েছে।

১১.১৫ এছাড়াও ব্যাংক চার্জ এলসি কমিশন, প্রাইস কন্টিনজেন্সী, ফিসিক্যাল কন্টিনজেন্সী, কাস্টমস শুল্ক/ভ্যাট, বিড/প্রকল্প মূল্যায়ন, প্রশাসনিক ব্যয়, পরিবহণ ব্যয় প্রভৃতি খাতে বরাদ্দ অনুযায়ী অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।

১২.০। ক্রয়সংক্রান্ত তথ্যঃ

এই কারিগরী সহায়তা প্রকল্পে মূলত পরামর্শক সেবা ও আইটি যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছে। কনসালটেন্সি খাতে ৯টি ক্যাটগরীতে বিদেশী এবং ১১টি ক্যাটাগরীতে দেশীয় ব্যাক্তি/ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পরামর্শক সেবা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া নেটওয়ার্কিং প্যাকেজ, ব্যাংকিং প্যাকেজ, ইআরপি প্যাকেজ, ডাটা ওয়্যারহাউজ প্যাকেজ, আইটি ল্যাব প্যাকেজ, ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ, সিস্টেমস ফর পিএডি, আইটি সিস্টেমস ফর বিএফআইইউ, বিবিটিএ আধুনিকায়ন, অফিস লে-আউট আধুনিকায়ন, ভিডিও কনফারেন্সিং ইকুইপমেন্ট প্রভৃতির আওতায় সফটওয়্যার, আইটি যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, সার্ভার, জেনারেটর, ডাটা রিকভারী সিস্টেম ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি এবং উপকরণ ক্রয় করা হয়েছে। সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্ট এর আওতায় সকল ক্রয় কার্যক্রম বিশ্বব্যাংকের ক্রয়সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণ করে করা হয়েছে বলে জানা যায়।

১৩.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ও অর্জনঃ

উদ্দেশ্যে	অর্জন
(ক) বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের জন্য একটি শক্তিশালী এবং কার্যকর নিয়ন্ত্রক এবং তদারকি ব্যবস্থা গড়ে তোলা।	বাংলাদেশ ব্যাংকে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের জন্য একটি শক্তিশালী এবং কার্যকর নিয়ন্ত্রক ও তদারকি ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। সর্বনিম্ন মূলধনের আবশ্যকতার(CAR) শর্তসহ অন্যান্য আর্থিক শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ এমন চারটি রাষ্ট্রায়ত্ব ও দুইটি বিশেষায়িত কৃষি ব্যাংকের সাথে এম ও ইউ করা হয়েছে । বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখার জন্য বাংলাদেশ ব্যাকের আইনী কাঠামো, নীতিমালা সংস্কার, অনলাইন ব্যবস্থা চালু ও সমৃদ্ধকরণসহ বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে শক্তিশালী করা হয়েছে।
(খ) আইনী কাঠামো (লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক) শক্তিশালী করা।	খ) ব্যাংকিং ব্যবস্থার স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় সার্কুলার ও অর্ডার জারী করা, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারিদেরকে এবিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং এএমএল/সিএফটি সিস্টেম স্থাপন করার মাধ্যমে আইনী কাঠামো শক্তিশালী করা হয়েছে।

উদ্দেশ্যে	অর্জন
(গ) বাংলাদেশ ব্যাংকের রিঅর্গানাইজেশন ও আধুনিকায়ন করা।	গ) বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন অর্গানোগ্রাম তৈরি ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণয়ন, জনবলের পদক্রম নয়টি থেকে সাতটিতে কমিয়ে আনা, প্রতিবছর নতুন জনবল নিয়োগ প্রদান ও বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে রিঅর্গানাইজেশন করা হয়েছে। অটোমেশনের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ইআরপি, ইডব্লিউডি, কোর ব্যাংকিং, তদারকি ও রেগুলেশন, রিপোর্টিং, একাউন্টিং ও রিপোর্টিং, ক্লিয়ারিংসহ বিভিন্ন কাজের জন্য দরকারী আইটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার স্থাপন ও চালু করা হয়েছে। স্টাফদের জন্য নতুন পারফর্মেন্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ও নীড বেজড প্রশিক্ষণ নীতিমালা গৃহীত হয়েছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্টাফদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং ব্যাংকের সার্বিক কাজের গতি বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।
(ঘ) গবেষণা বিভাগ, প্রুডেনশিয়াল রেগুলেশন ও সুপারভিশন এবং একাউন্টিং ও অডিট ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।	প্রকল্পের আওতায় মুদ্রাস্ফীতি, সুদের হার প্রভৃতি বিষয়ের উপর গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে, একটি স্বতন্ত্র পলিসি এনালিসিস ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে যার মাধ্যমে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ শ্রেণিবিন্যাসকরণ ও প্রভিশনিং সংক্রান্ত জারীকৃত আদেশ সরকারী বেসরকারী ব্যাংক মেনে চলছে, ব্যাংক

	সুপারভাইজারী ম্যানুয়েল উন্নয়ন করা হয়েছে, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানে মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তদারকী সক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। আর্ন্তজাতিকভাবে স্বীকৃত এবং প্রচলিত একাউন্টিং ও অডিটিং স্ট্যান্ডাড বাংলাদেশ ব্যাংকের জন্য গৃহীত এবং বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০০৩ সালের পর থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক স্টেটমেন্টগুলো (Financial Statements) আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড ও ফরমেটে প্রণয়ণ ও প্রকাশ করা হচ্ছে।

১৪.০ **উদ্দেশ্যে পুরোপুরি অর্জিত না হলে উহার কারণঃ**
পরিদর্শন ও প্রাপ্ত তথ্যাবলী থেকে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১৫.০ **পরিদর্শন বর্ণনাঃ**
এই কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের অবস্থান হিসেবে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, রাজশাহী বরিশাল, বগুড়া ও ময়মনসিংহের কথা উল্লেখ করা হলেও মূল কার্যক্রম হয়েছে ঢাকাস্থ মতিঝিলে প্রধান কার্যালয় ও মতিঝিল কার্যালয়ে। এছাড়া সার্ভার ও ডাটা রিকভারী সিস্টেম স্থাপনের কাজ করা হয়েছে ঢাকার মিরপুরস্থ বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীতে। প্রকল্পের কাজ মূলায়ন করতে আইএমইডির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক ৩০/০১/২০১৫ এবং ১৬/০২/২০১৫ তারিখে যথাক্রমে প্রধান কার্যালয় ও মতিঝিল কার্যালয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী পরিদর্শন করা হয়।

১৫.১ **প্রধান কার্যালয় ও মতিঝিল কার্যালয় অংশঃ**

১৫.১.১ পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্প পরিচালক জানান, এই কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে মূলত সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, আইন ও নীতিগত সংস্কার, একাউন্টিং ও অডিট কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ এবং সার্বিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক ও এর শাখাসমূহকে শক্তিশালী করা হয়েছে। অনলাইনে পেমেন্ট, ব্যাংকিং কার্যক্রম মনিটরিং, অনলাইনে নিজস্ব হিউমেন রিসোর্স ও এডমিনিস্ট্রেশন ম্যানেজমেন্ট চালু করা, কোর ব্যাংকিংসহ সমস্ত ব্যাংকিং কার্যক্রম ও নিজস্ব সঞ্চয়পত্র সেবা অনলাইনে সম্পন্ন করা হয়েছে। সেইসাথে বিভিন্ন আইন ও নীতিমালা সংস্কার, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা এবং এতদসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে।

১৫.১.২ প্রকল্পের আওতায় আধুনিকায়ন এক্সপার্ট, লিগ্যাল কাউন্সেল, এমএল/সিএফটি এক্সপার্ট, প্রজেক্ট লঞ্চ ফ্যাসিলিটেটর, আইটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ব্যাংকিং কনসালটেন্ট, ইন্টারন্যাশনাল এইচআর এডভাইজার, ব্যাংক সুপারভিশন এক্সপার্ট ও অডিটফার্ম প্রভৃতি ক্যাটাগরীতে আন্তর্জাতিক পরামর্শকদের কাছ থেকে পরামর্শকসেবা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া আইটি স্পেশালিস্ট (ব্যাংকিং ও ট্রেজারী),আইটি স্পেশালিস্ট (একাউন্টিং, বাজেট ও ইআরপি), নেটওয়ার্ক স্পেশালিস্ট, ইন্টারনেট ও ইন্ট্রানেট স্পেশালিস্ট, প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিস্ট, ব্যাংকিং কনসালটেন্ট, ন্যাশনাল এইচআর এডভাইজার, সিনিয়র রিসার্চ ইকনোমিস্ট, রেসিডেন্ট ইকনমিক এডভাইজার, একাউন্টিং ও অডিট স্পেশালিস্ট এবং ফিনানসিয়্যাল ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট প্রভৃতি ক্যাটাগরীতে দেশিয় পরামর্শকদের কাছ থেকে পরামর্শক সেবা গ্রহণ করা হয়েছে। পরামর্শকগণ সংস্কার, আইনী পরামর্শ, আধুনিক আইটি বেজড ব্যাংকিং ও সুপারভিশন, একাউন্টিং ও অডিটিং প্রভৃতি বিষয়ে তাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ, দিকনির্দেশনা ও রিপোর্ট প্রদান করেছেন। তাদের সুপারিশ ও রিপোর্টের ভিত্তিতে ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

১৫.১.৩ এই প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের অভ্যন্তরীন কাজে গতি এসেছে। ইন্ট্রানেটের মাধ্যমে পারসোনাল ম্যানেজমেন্ট ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বড় ধরনের অগ্রগতি ঘটেছে। এখন একজন কর্মকর্তা/কর্মচারীর ছুটির আবেদন থেকে শুরু করে তার বেতন প্রতিবেদন (স্যালারী স্টেটমেন্ট), হিসাব রক্ষণ, নিরীক্ষা, রিকুইজিশনসহ অফিস ব্যবস্থাপনার কাজ ডিজিটাল ব্যবস্থায় সম্পন্ন করা হচ্ছে।

১৫.১.৪ কেন্দ্রীয় ব্যাংক শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারিদেরকে কম্পিউটারে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। কোর ব্যাংকিং, হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, সাভার্র ম্যানেজমেন্ট, অনলাইন ব্যাংকিং ও পেমেন্টসহ বিভিন্ন কাজের জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে বলা যায় যে বর্তমানে স্থাপিত ও চলমান অনলাইন ব্যবস্থাগুলো বাংলাদেশ ব্যাংক কার্যকরীভাবে ব্যবহার করছে। যেই

কর্মকর্তা/কর্মচারি আগে কম্পিটার চালাতে ভয় পেত সে এখন অনায়াসে তার নৈমিত্তিক কাজগুলো কম্পিউটারে করছে। ফলে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাজ অনেক দ্রুততা ও দক্ষতার সাথে সম্পন্ন হচ্ছে।

১৫.১.৫ বাংলাদেশ ব্যাংকের কোর ব্যাংকিং ব্যবস্থাটি অনলাইন করা হয়েছে। বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় লেনদেন ও পেমেন্টের পুরো সিস্টেমটি অনলাইন করা হয়েছে। অনলাইন ক্লিয়ারিং এর মাধ্যমে বাংলাদেশের আন্তঃব্যাংক লেনদেনটি দিনের মধ্যেই সম্পন্ন হচ্ছে। অর্থাৎ একটি তফশিলী ব্যংক হতে জারিকৃত চেক অন্য ব্যাংকে পেমেন্টের জন্য এখন আর দুই-তিন দিন সময় লাগেনা সেটি ঐদিনের মধ্যেই সম্পন্ন হয়।

১৫.১.৬ আন্তঃব্যাংক লেনদেনের ক্ষেত্রে মাইকার (MICR) চেক চালু করার মাধ্যমে এই লেনদেনটি দ্রুত ও অনলাইনে করা সম্ভব হয়েছে। এই চেকটি মেশিনের মাধ্যমে স্ক্যান করে এর সব তথ্য ও ইমেজ বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্ভারে পাঠানো হয় এবং তা দ্রুত পেমেন্ট হয়। আগে যা পুরোটিই ম্যানুয়ালি করা হত। উদাহরনস্বরূপ- রাঙামাটির কোন প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত ব্যাংকে দাখিলকৃত চেকটি প্রথমে জেলা সদরে আসতো পরে সেটি ঢাকায় পাঠানো হত এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ভেরিফিকেশন ও ক্লিয়ারিং এর পর মূল ব্যাংক সেই পেমেন্টটি পেতে কয়েক বছর আগেও ন্যূনতম তিন দিন সময় লাগতো । ফলে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে দ্রুত ও সহজে মানুষ সেবা পাচ্ছে এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থা অধিকতর শক্তিশালী ও নিরাপদ হয়েছে।

১৫.১.৭ একইভাবে হিসাব নিয়ন্ত্রক ও নিরীক্ষকের মাধ্যমে করা সরকারী পেমেন্ট, সরকারী চাকুরীজীবীদের বেতন, সরকারী ভাতাদি, বিল ও অন্যান্য পেমেন্টও এখন অনলাইনে করা হচ্ছে। অর্থ বিভাগের IBAS সিস্টেমের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্ভার যুক্ত হয়েছে ফলে পুরো প্রক্রিয়াটি সফলভাবে অনলাইনে সম্পাদন করা হচ্ছে। EFTN ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারী চাকুরীজীবীদের বেতন বিভিন্ন ব্যাংকের নিজস্ব একাউন্টে সরাসরি চলে যাচ্ছে ফলে এক্ষেত্রে বিদ্যমান ভোগান্তি ও সময় কমেছে। এই ক্ষেত্রে পুরো প্রক্রিয়া সহজ, সাশ্রয়ী ও নিরাপদ হয়েছে।

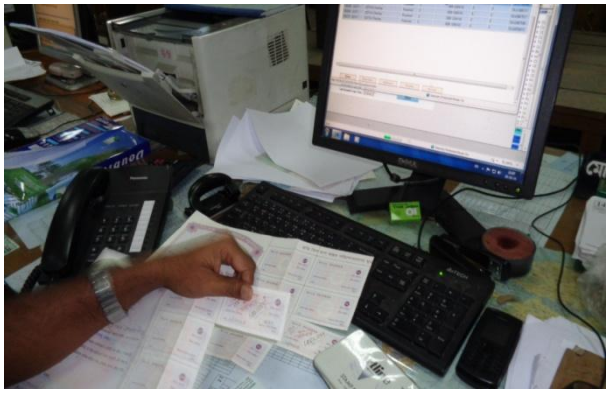
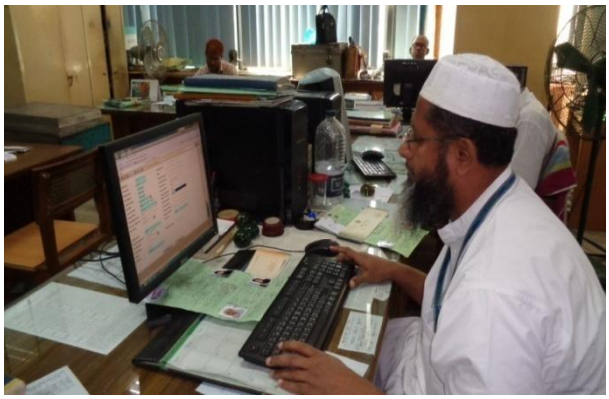




আলোকচিত্রঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের নেটওয়ার্ক সার্ভার ও ডাটা সেন্টার

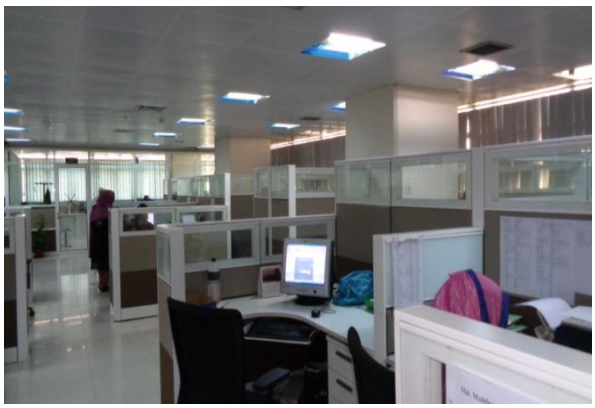
১৫.১.৮ এই প্রকল্পের আরো একটি বড় কাজ ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ স্থাপন। এর মাধ্যমে অনলাইন লেনদেন বিশেষতঃ এটিএম মেশিন, পিওস ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ডের দ্বারা সংঘটিত লেনদেন একটি প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসা হয়েছে। যার ফলে আন্তঃব্যাংক এটিএম বুথের লেনদেন সহজ ও সাশ্রয়ী হয়েছে। একটি ব্যাংকের ইস্যুকৃত কার্ড দিয়ে অন্য একটি ব্যাংকের এটিএম বুথে সবসময় লেনদেন করা যেত না কিংবা করলেও বেশ ব্যয়বহুল সার্ভিস চার্জের জন্য তা জনপ্রিয় ছিলনা। ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচের মাধ্যমে সকল ব্যাংকের এটিএম বুথ বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারিত ন্যূনতম সার্ভিস চার্জ দিয়ে যেকোন ব্যাংকের এটিম ব্যবহার করা যাবে। বর্তমানে দেশের ৩২টি তফশিলী ব্যাংক এই পেমেন্ট সুইচের আওতায় এসেছে এবং খুব শীঘ্রই অন্যান্য ব্যাংকগুলোও এর আওতায় চলে আসবে ফলে গ্রাহকদের জন্য লেনদেন ও কেনাকাটা আরো সহজ ও সাশ্রয়ী হবে।

১৫.১.৯ ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচের মাধ্যমে বৈদেশিক ভিসা কিংবা মাস্টাকার্ডের মতো আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরতা কমে আসবে। প্রকল্প পরিচালক জানান ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচের আওতায় সবগুলো ব্যাংক চলে আসলে অনলাইন লেনদেন ও ক্যাশ ট্রানজেকশন দ্রুত নিরাপদ ও সাশ্রয়ী হবে। এখনও বেশকিছু ব্যাংক এর আওতায় আসেনি। এটি মূলত ঐ ব্যাংকগুলোর নিজস্ব আইটি ব্যাকবোনে দুর্বলতার জন্যই দেরী হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্নভাবে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা ও সাপোর্ট দেয়ার ব্যবস্থা নিচ্ছে।

আলোকচিত্রঃ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ইন্টারনেট ও ইন্ট্রানেটে কর্মকর্তা কর্মচারীদের দৈনন্দিন কাজ।

১৫.১.১০ বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয়পত্র রয়েছে। যেগুলো আগে ম্যানুয়েল ব্যাংকিং ব্যবস্থায় পরিচালিত হতো। কিন্তু এই ব্যবস্থাটি এখন কম্পিউটারে করা হচ্ছে ফলে এখন অনেক বেশি মানুষ এই সেবা নিতে পারছে। সঞ্চয়পত্র বিক্রয় ও এথেকে আয়ও অনেক বেড়েছে।




আলোকচিত্রঃ মতিঝিলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নতুন অফিস লেআউট ও মিটিং রুম(ডানে)।

১৫.১.১১ পরিদর্শনকালে মতিঝিল শাখায় নতুন অফিস লেআউটে কয়েকটি ফ্লোরে প্রবেশের/প্রস্থানের স্থানটি অপ্রতুল মনে হয়েছে। সেখানে কর্মরত কয়েকজন কর্মকর্তার সাথে কথা বললে তারাও এর স্পেস কম বলে জানান। দুর্ঘটনা বা জরুরী সময়ে একসাথে ৩০/৪০ জন বেড়িয়ে আসতে চাইলে সমস্যা তৈরি হতে পারে। এবিষয়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এই লেআউটগুলো যেকোন শেপে কাস্টমাইজ করা যায়। ফলে যেখানে প্রয়োজন স্পেস বাড়ানো যাবে খুব সহজে। তিনি জানান কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলে তাদের প্রয়োজনানুযায়ী স্পেস বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হবে।

১৫.২ বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী অংশঃ

১৫.২.১ কেন্দ্রীয় ব্যাংক শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের অনলাইন অবকাঠামোর একটি বিরাট অংশ এখানে স্থাপিত হয়েছে। পরিদর্শনকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, আইটি ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা ও অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীতে (বিবিটিএ) স্থাপিত সার্ভার, ডাটা রিকভারী সিস্টেমসহ অন্যান্য আইটি ইনফ্রাস্টাকচারসমূহ দেখা হয়। কর্তব্যরত উপ-পরিচালক (আইটি) জানান এখানে স্থাপিত নেটওয়ার্ক, সার্ভার, ডাটা রিকভারী সিস্টেমসহ সব আইটি ইনফ্রাস্ট্রাকচারসমূহ সঠিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তিনি জানান এই সার্ভারগুলো বাংলাদেশ ব্যাংক তথা বাংলাদেশে ব্যাংকিং ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এগুলো সঠিকভাবে না চললে পুরো সিস্টেমটি অচল হয়ে পড়বে। বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থাপিত মূল আইটি ইনফ্রাস্ট্রাচকার ও এখানে স্থাপিত সার্ভার এবং ব্যাকআপ সিস্টেম এর উপর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পুরো আইটি ব্যাকবোন দাঁড়িয়ে আছে। এ্খানে বাংলাদেশ ব্যাংকের সবগুলো সার্ভার সিস্টেমের সার্ভার ব্যাকআপ বা ডাটা রিকভারী সিস্টেমসহ বেশকিছু সার্ভার সিস্টেমও স্থাপন করা

হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় এখানে ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ, ইডব্লিউডি, ইআরপি, ব্যাংকিং প্যাকেজ বিবিজেআইটি, গোএএমএল (goAML-আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সফটওয়্যার) ইত্যাদি সিস্টেমের সার্ভার স্থাপন করা হয়েছে।





আলোকচিত্রঃ মিরপুর বিবিটিএতে স্থাপিত সার্ভার ও ডাটা রিকভারী সেন্টার

১৫.২.২ সার্ভারস্থাপনের জন্য ট্রেনিং একাডেমী ভবনের ৪র্থ ও ৫ম তলা ব্যবহার করা হয়েছে। এই ফ্লোরে জেনারেটরসহ পাওয়ার ব্যাকআপের যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। এইসব ফ্লোরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সন্তোষজনক। নিচে মেনগেটে নাম পরিচয় লিপিবদ্ধ করে প্রবেশ করতে হয়। এছাড়া সার্ভাররুমে প্রবেশের জন্য রেজিস্টার মেন্টেইন করা হয়। তবে বিবিটিএতে মুদ্রা জাদুঘর ও তৎসংলগ্ন ক্যাফেটেরিয়ার দর্শনার্থীদের জন্য আলাদা গেট নেই। দর্শনার্থীদের জন্য আলাদা গেট ব্যবহার করলে নিরাপত্তা ব্যবস্থাটি আরো সুসংহত হতো ।

১৫.২.৩ আইটি ডিপার্টমেন্টে কর্মরত অফিসারদের সাথে কথা বলে জানা যায় বাংলাদেশ ব্যাংকের আইটি ব্যকবোনের প্রায় ৮-১০টি সার্ভার এখানে স্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন প্যাকেজের আওতায় বিভিন্ন নেটওয়ার্ক সিস্টেমের জন্য আলাদা সার্ভার ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন ব্যাচ (BACH), ক্যাব (CAB) কিংবা ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ (NPS) প্রভৃতি সিস্টেমের প্রত্যেকটির জন্য আলাদা আলাদা সার্ভার ব্যবহার করা হয়েছে। তবে এসব সিস্টেমকে একটি বৃহৎ সার্ভার সিস্টেমের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব। এর মাধ্যমে বিদ্যুত খরচ, মেন্টেনেন্স খরচসহ আনুষঙ্গিক খরচ ও ঝামেলা কমানো যেতে পারে।

১৬.০ **সমস্যাঃ**

১৬.১ ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচের আওতায় বাংলাদেশের সবগুলো তফশিলী ব্যাংক এখনো অর্ন্তভূক্ত হয়নি, ফলে আন্তব্যাংক লেনদেন ও পেমেন্টের ক্ষেত্রে জটিলতা ও ব্যয় হ্রাসের প্রক্রিয়াটি শেষ হয়নি।

১৬.২ ঢাকার মিরপুরস্থ বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীতে (বিবিটিএ) স্থাপিত প্রায় ৮-১০টি সার্ভার এর স্থলে এক বা দুইটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সার্ভার ব্যবহার করা যেত; যার মাধ্যমে বিদ্যুত, রক্ষণাবেক্ষণসহ অন্যান্য খরচ কমানো যায় এবং এতে সিস্টেমটিও আরো সুসমন্বিত হতো।

১৬.৩ বিবিটিএতে মুদ্রা জাদুঘর ও তৎসংলগ্ন ক্যাফেটেরিয়ার দর্শনার্থীদের জন্য আলাদা গেট নেই। ফলে নিরাপত্তা ঝুঁকির অবকাশ রয়ে গেছে ।

১৬.৪ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতিঝিল শাখায় নতুন অফিস লেআউটে কয়েকটি ফ্লোরে প্রবেশের স্থানটি অপ্রতুল মনে হয়েছে। দুর্ঘটনা বা জরুরী সময়ে একসাথে ৩০/৪০ জন বেড়িয়ে আসতে চাইলে সমস্যা তৈরি হবে ।

১৭.০ সুপারিশঃ

১৭.১ বাংলাদেশের ব্যাংক সকল ব্যাংকের সাধারণ গ্রাহকদের আন্তঃব্যাংক লেনদেনে জটিলতা ও ব্যয় সাশ্রয়ের উদ্দেশ্যে ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচের আওতায় সকল ব্যাংককে নিয়ে আসার কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। এবিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় আইএমইডিকে অবহিত করবে;

১৭.২ তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ পূর্বক বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীতে (বিবিটিএ) উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সার্ভার ব্যবহারের পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে;

১৭.৩ বিবিটিএতে মুদ্রা জাদুঘর ও তৎসংলগ্ন ক্যাফেটেরিয়ার দর্শনার্থীদের আলাদা গেট ব্যবহার করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৭.৪ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতিঝিল শাখা অফিসের যেসব ফ্লোরে প্রবেশের/প্রস্থানের স্থান অপ্রতুল সেখানে স্পেস বাড়িয়ে বা লেআউটকে কাস্টমাইজ করে প্রবেশ/প্রস্থানের স্থানগুলো সুপরিসর করতে হবে;

১৭.৫ বাংলাদেশ ব্যাংক এই প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত সকল সার্ভার, আইটি ইকুইপমেন্ট ও সফটওয়্যার নিয়মিত আপডেট ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।